

বাংলা নববর্ষ উদযাপন হোক
পান্তাপিয়া সহযোগে

জাতীয় সম্পদ ইলিশ রক্ষায় সচেতন হোন

বাংলা নববর্ষ এদেশের সার্বজনীন চিরায়ত উৎসব। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত আর অসচেতন ক্রেতাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে পান্তা-ইলিশ হয়ে উঠেছিল পহেলা বৈশাখের অপরিহার্য অনুষঙ্গ। অথচ এই অপসংস্কৃতির সাথে বর্ষবরণ ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং ইলিশের প্রজনন মৌসুমে এটি মহাসমারোহে খাওয়ার পরিণাম হলো ইলিশের বিলুপ্তি ও অর্থনীতির সর্বনাশ।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মা-ইলিশের দুই ফালি ডিম থেকে সর্বোচ্চ ২৩ লাখ পর্যন্ত ডিম পাওয়া সম্ভব। তাই অসময়ে জটকা ইলিশ ও মা-ইলিশ নিধন করলে হুমকির মুখে পড়ে ইলিশের অস্তিত্ব ও সেইসাথে ইলিশের ওপর নির্ভরশীল ২৫ লক্ষ মানুষের জীবিকা।

আর বৈশাখে অস্বাভাবিক উচ্চমূল্য ইলিশকে নিয়ে যায় সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। ফলে নববর্ষ হারিয়ে ফেলে তার সার্বজনীন আবেদন। ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থনীতিও। উলেখ্য, বাংলাদেশের জিডিপি-তে ইলিশের অবদান প্রায় এক শতাংশ।

জাতীয় এই মৎস্য সম্পদ রক্ষার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই পাঁচ বছর ধরে (বাংলা ১৪২০) কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যরা নববর্ষ পালন করছেন পান্তা ও তেলাপিয়া মাছ সহযোগে, যা খেতে সুস্বাদু ও সবার জন্যেই সহজলভ্য। আসুন, পহেলা বৈশাখে ইলিশ খাওয়া থেকে বিরত থাকি যেন বর্ষায় সর্বস্তরের মানুষ ইলিশের স্বাদ নিতে পারে।

মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব

১৪-১৫ এপ্রিল করসেবা

ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এপ্রিল মাস জুড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক হালখাতা উৎসব। এ উপলক্ষে ১৪ ও ১৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশেষ করসেবা।

এতে দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের সকল সেন্টার শাখা সেল প্রি-সেলের আর্ডেন্টার ও কোয়ান্টারবন্দ অংশ নেবে মাটির ব্যাংক সংগ্রহ ও বিতরণে। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী সহকর্মী ও পরিচিতদের মাঝে ইতঃপূর্বে বিতরণকৃত প্রতিটি মাটির ব্যাংক সংগ্রহ এবং নতুন মাটির ব্যাংক পৌছে দেয়াই এ করসেবার লক্ষ্য।



কোয়ান্টাম বুলেটিন

এপ্রিল ২০১৭

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে ড. গওহর রিজভী

রক্তদাতাদের উদ্যম ও সাহস আমাকে উৎসাহিত করেছে



সুস্থতা মানুষের জীবনে স্রষ্টার একটি বড় উপহার। এটা অধিকাংশ মানুষই উপলব্ধি করতে পারে না। তবে রক্তদাতারা এ ব্যাপারে বেশ সচেতন। আর সে কারণেই তারা নিজের রক্ত দিয়ে মানুষকে সুস্থ করে তুলতে ও জীবন বাঁচানোর কাজে সাহায্য করে থাকেন। আজ আমার এখানে এসে খুব ভালো লাগছে। এতজন রক্তদাতার উদ্যম ও সাহস আমাকে উৎসাহিত করে তুলেছে।

২৪ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রক্তদাতা সম্মাননা আয়োজনে একথা বলেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন।

উলেখ্য, ন্যূনতম ১০ বার রক্তদানের মাধ্যমে সিলভার ক্লাব ও ২৫ বার রক্তদানের মাধ্যমে গোল্ডেন ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেছেন এমন ১৮৩ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে অনুষ্ঠানে বিশেষ ক্রেস্ট, মেডেল, সার্টিফিকেট ও

আইডি কার্ড প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়।

জনাব গওহর রিজভী আরো বলেন, সাধারণভাবে আমরা মনে করি, নিজে ভালো থাকলেই হলো। কিন্তু নিজের ভালো থাকা ও বৈষয়িক সাফল্যের একটা সীমা থাকলেও মানুষের জন্যে কাজ করার আনন্দ সীমাহীন। আর স্বেচ্ছা রক্তদাতারা সীমাহীন আনন্দ নিয়েই মানুষকে রক্ত দান করেন। তাই এর চেয়ে বড় কাজ ও বড় ইবাদত আর হয় না।

আপনারা অনেক বড় মন নিয়ে এ কাজটি করে যাচ্ছেন, এ মানসিকতা আমাকে অভিভূত করেছে। আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার জানা নেই।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন বলেন, রক্তের আসলে কোনো বিকল্প নেই। আর রক্তদান কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে আজ কোয়ান্টামের যে অবস্থান তা শুধু আপনাদের জন্যেই নয়, বাংলাদেশের জন্যেও অত্যন্ত গর্বের বিষয়।

স্বাগত বক্তব্যে বিএসএমএমইউ-র হোমটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. এ বি এম ইউনুস জানান, গত ১৬ বছরে ৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৯৭ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করেছে কোয়ান্টাম ল্যাব।

কোয়ান্টাদের উদ্দেশ্যে
মাননীয় শিক্ষা সচিব
বাংলাদেশ তোমাদের
দিকে চেয়ে আছে



পাহাড়ি এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখানকার শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল পরিবেশনা দেখে ওদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই—তোমরা সবসময় মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। আর মনে রাখবে, এদেশের প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার আছে এবং তুমিও তাদের একজন। এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা দেশের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। আমার বিশ্বাস, তোমরা যদি প্রত্যেকে দৃঢ় হও এবং এভাবে নিজের জীবনকে গড়তে পারো, তাহলে আগামী দিনে তোমরা এ দেশকে নেতৃত্ব দেবে।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ এই কয়েক বছরে যা অর্জন করেছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এরকম প্রতিকূল পরিবেশ থেকে জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করা সাধারণ বিষয় নয়। এখানে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে হাজারো শিশু একত্রে বেড়ে উঠছে। নতুন প্রজন্মকে এভাবেই গড়ে তুলতে হবে।

তোমরা মনে রাখবে, এই দেশটি আমাদের। এই দেশ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। দেশের এই স্বাধীনতা আমাদের প্রত্যেককে মর্যাদা দিয়েছে। সেই স্বাধীনতাকে আরো অর্থবহ করার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা রাখতে হবে। আমি আবার এখানে আসতে চাই।

এ প্রতিষ্ঠানে যারা পড়ছ, তোমরা সবসময় বিশ্বাস করবে—আমি পারি এবং আমি পারব। এদেশ তোমাদের দিকে চেয়ে আছে।

১০-১১ মার্চ দুদিনের এক সফরে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম ও কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ পরিদর্শনকালে একথা বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

৪২৮ ব্যাচ ॥ বগুড়া
২১, ২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল

৪২৯ ব্যাচ ॥ উত্তরা
৫, ৬, ৭ ও ৮ মে

৪৩০ ব্যাচ ॥ ঢাকা
১৯, ২০, ২১ ও ২২ মে

সন্তানকে বড় করুন উদারনৈতিক পরিবেশে

আসাদুজ্জামান নূর

আমার বাসার কাছেই একটা স্কুল আছে। রোজ সকালবেলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি, অনিচ্ছুক বাচ্চাগুলোকে মায়েরা যেন টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছেন। অত সকালে তো কারো স্কুলে যেতে ইচ্ছা করে না, আবার পিঠে বইয়ের ব্যাগটাও এত ভারী যে বাচ্চারা সোজা হয়ে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। স্কুলটা একটা তিন তলা বাড়ি-ওখানে না আছে কোনো মাঠ, না আছে কোনো খেলাধুলার ব্যবস্থা।

তারপর, শিশুটি দুপুরে বাড়ি ফেরে। মা বলে-গোসল করো, খাও। এরপর ঘুমাও। ঘুম থেকে উঠে হোমওয়ার্ক। ওটা শেষ করেও তার বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। কেননা খেলার কোনো জায়গা নেই। অতএব টিভিতে সে ডোরেমন্ কাটুন দেখে। সেটাও হিন্দি ভাষায়। এই বাচ্চাটি যদি সকালে বলে ওঠে-‘মা, মুখে নাশতা চাহিয়ে, স্কুল যানা হ্যায়’। তাহলে ওকে দোষ দেয়ার তো কিছু নেই। কারণ ও যা দেখছে-শুনছে তা-ই শিখছে।

শিশুটি কাটুন দেখা শেষে বাকি হোমওয়ার্ক করে। খাওয়াদাওয়া সারে। পরদিন আবার স্কুলে যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যায়। অর্থাৎ ক্লাস-হোমওয়ার্ক-কাটুন এই হলো এখন একটা বাচ্চার জীবন। ওর জীবনে নদী ফুল আকাশ পাখি কিছুই নেই। মা-বাবার সঙ্গেও যে তার খুব একটা কথাবার্তা হয়, তা-ও না। মা-বাবা কেন, আজকাল তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই কথা হয় না। সবাই টিভি-সিরিয়াল বা খেলার চ্যানেল দেখায় ব্যস্ত। এভাবে পরিবারগুলো ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

এই বাচ্চারা যখন আরেকটু বড় হবে তখন শুরু হবে ‘জিপিএ ফাইভ নির্ঘাতন’। গোল্ডেন জিপিএ না পেলে যেন জীবন বৃথা। কিন্তু বোঝার চেষ্টা করতে হবে-যে ছেলোটো ভালো ফল করেছে না, তার কেন পড়তে ভালো লাগছে না? নাকি আমিই ঠিকমতো ওকে শেখাতে পারছি না! ও কি ছবি আঁকতে চায়? গান গাইতে চায়? নাকি খেলতে চায়? গাক না একটু গান! খেলুক না একটু! তারপর পড়ুক। তাহলে পড়াটা ওর কাছে আনন্দময় হবে। পড়াটা যদি ওর কাছে ভীতিকর হয় তাহলে তো পড়তে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক।

এখন কথা হচ্ছে, ক্লাসে সবাই ফার্স্ট-সেকেন্ড হবে না। যারা হবে না তারা কি দেশের কোনো কাজে লাগবে না? তাহলে কি ওদের একটা জাহাজে তুলে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দিয়ে আসব?

আসলে আমাদের বুঝতে হবে, প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ের মধ্যে শক্তি আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা সেই শক্তিটা আবিষ্কার করার চেষ্টা না করে নিজেদের মতটা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দেই। কিন্তু যারা কোয়ান্টাম মেথড বা মেডিটেশন চর্চা করেন, তারা এই শক্তিতে বিশ্বাস করেন বলে আমি জানি।

একেকজনের চাওয়া তো একেক রকম। সেই চাওয়াগুলো নিশ্চিত না করে নিজের চাওয়াটা সন্তানের ওপর চাপিয়ে দিলে তার বিকাশটা হবে কীভাবে? শুধু বইয়ের কতগুলো শুকনো পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে কখনোই একজন মানুষের সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব নয়। প্রকৃত শিক্ষিত মানুষ হওয়ার জন্যে তাই সংস্কৃতিবান হতে হবে।

একবার এক মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বললেন, চিত্রকলা শিখিয়ে কী হবে? আমার ছেলে কি জয়নুল আবেদিন হবে? আপনারা খেলাধুলার পেছনে

সময় দিতে বলেন। এতে তো ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হয়।

আমি জানতে চাইলাম, তিনি কী চান। তিনি বললেন, আমার সন্তান ভালো রেজাল্ট করবে, ভালো চাকরি পাবে, নিজের পায়ে দাঁড়াবে। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি বললাম, সেটা তো আমরা সবাই চাই। আমিও চাই আমার সন্তান নিজের পায়ে দাঁড়াক। তার সুন্দর একটা জীবন হোক।

তবে শুধু পরীক্ষার রেজাল্টের ওপরে সাফল্য আসে না। পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হবে। কিন্তু সে-জন্যে জীবনের সবকিছু বাদ দিয়ে উঠেপড়ে লাগলে জীবনের শেষে গিয়ে পরিণাম ভালো হবে না। যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেশিদিন স্কুলে যেতে পারেন নি। বাড়িতে পড়াশোনা করেছেন। কুস্তি করেছেন, গান শিখেছেন। এভাবে উনি বড় হয়েছেন। আর আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্কুলে যাওয়ারই সুযোগ পান নি। অথচ তাদের বই পড়েই তো আমাদের জিপিএ ফাইভ পেতে হচ্ছে!

সেই অভিভাবককে আরো বললাম, আপনি নিশ্চয়ই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের নাম শুনেছেন। তিনি যেখানেই যেতেন তার হাতে একটা বাক্স থাকত। আর তাতে থাকত একটা বেহালা। তার মতো জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানীর যদি বেহালা বাজানোর সময় থাকে, তাহলে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের এমন কী মহাপণ্ডিত বানাচ্ছি যে, তার গান শেখার, কবিতা পড়ার বা খেলার সময় হবে না? যদি তাকে এই সুযোগ না দেই, তাহলে ওর জীবনের পূর্ণাঙ্গ মুক্তি ঘটবে কীভাবে? সে-তো মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে। আর রোবটের মতো করে তৈরি করলে সন্তানের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে কেবল ক্লাসের বই পড়ালে হবে না, তার সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। কারণ তার হৃদয়ে যে আবেগ আছে তা ভুল পথে পরিচালিত হলে মানুষের জন্ম না হয়ে অমানুষের জন্ম হতে পারে। যার প্রমাণ আমরা সম্প্রতি পেয়েছি। কিন্তু আমরা তো দানবের সমাজ গড়তে চাই না। আমরা একটি মানবিক সমাজ গড়তে চাই।

আমি মনে করি, বাংলাদেশের সম্ভাবনা অপার। আমাদের দেশটা একটা ফুলের বাগানের মতো করে আমরা গড়ে তুলতে চাই। ফুলের বাগানে যেমন নানা রঙের ফুল থাকে, আমাদের বাংলাদেশটাও তা-ই। এখানে আছে নানা ধর্মের মানুষ, আছে সমতল ও পাহাড়ের মানুষ। কিন্তু আমরা একসাথে আছি। আরো লক্ষ বছর একসঙ্গে সুন্দরভাবে থাকতে চাই। সে-জন্যে আমাদের সন্তানদের বড় করতে হবে উদারনৈতিক পরিবেশে।

একটা ঘটনা বলি। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন আয়োজন করে। আয়োজকরা প্রধান অতিথি হবার জন্যে বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ জানালেন। বঙ্গবন্ধু বললেন, আমি রাজনীতির মানুষ। আমি তো সাহিত্যের কিছু বুঝি না। তোমরা বড় কোনো সাহিত্যিককে প্রধান অতিথি করো। তখন সবাই মিলে তাকে বোঝালেন, আপনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান ও জাতির পিতা। আপনি এলে সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পাবে।

উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। আমি যাব। কিন্তু মধ্যে আমার পাশে তিন জন বসবেন-পল্লীকবি জসীম উদ্দীন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ প্রফেসর মতিন চৌধুরী। সেভাবেই আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলা একাডেমির সাহিত্য জাদুঘরে সেই ঐতিহাসিক ছবিটি এখনো আছে।

এ ঘটনার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের মানুষকে যে বার্তাটি দিয়েছিলেন তা হলো, পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ গড়তে হলে একজন রাজনীতিবিদের সঙ্গে একজন কবি, একজন শিল্পী এবং একজন শিক্ষাবিদ-বিজ্ঞানীকে থাকতে হবে। এই বার্তাটি সামনে রেখে যদি আমরা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করি, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের কাক্ষিত গন্তব্যে আমরা পৌঁছবই।

অনুলিখিত

জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে এবারও প্রথম কোয়ান্টারা



২৬ মার্চ ২০১৭ ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশের কুচকাওয়াজে টানা তৃতীয়বার প্রথম হয়ে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখেছে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ।

কোয়ান্টাম মানেই প্রথম

২০১৫ সালে ঢাকায় স্বাধীনতা দিবসের প্যারেডে প্রথমবারের মতো অংশ নেয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টারা। সে বছর দেশের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে প্রথম স্থান অধিকার করে তারা। ২০১৬ সালেও এই প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে কোয়ান্টারা।

এবছর কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজ থেকে ছোট দল ও বড় দলে বিভক্ত হয়ে মোট ৭০ জন কোয়ান্টা অংশ নেয়। সারাদেশ থেকে অংশ নেয়া ৫১টি দলের মধ্যে প্রথম হয়ে পর পর তিন বার নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ওরা।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের প্যারেড এবং বাদক দলের নৈপুণ্য বিমোহিত করে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও গ্যালারিতে উপস্থিত সকল দর্শককে। তাদের মুহূর্ত্ত করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো স্টেডিয়াম।

ইতিহাস গড়ল কোয়ান্টা বাদক দল

২০১৫ সাল থেকেই জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশের অন্যতম আকর্ষণ বর্ণাঢ্য সাজপোশাকে সজ্জিত কোয়ান্টাদের বাদক দল। উল্লেখ্য, আনসার-ভিডিপির পেশাগত বাদক দলের বাইরে একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ আয়োজনে ব্যান্ড বাজানোর বিরল সুযোগ লাভ করেছে তারা।

অবিচল বিশ্বাসে নিরলস পরিশ্রম

কোয়ান্টারা প্রমাণ করল সুনির্দিষ্ট মনছবি, অবিচল বিশ্বাস আর নিরলস কাজের মধ্য দিয়ে যে-কোনো অর্জন সম্ভব। বর্ণাঢ্য এ আয়োজনকে সামনে রেখে তিনটি স্তরে সুপরিকল্পিত প্রস্তুতি নেয় তারা। প্রথম স্তরের প্রস্তুতি ক্যাম্পে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম শুরু করে এ বছরের জানুয়ারি মাসে। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে চূড়ান্ত অনুশীলন শুরু হয় মার্চ থেকে।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে কোয়ান্টারা চূড়ান্ত অনুশীলনের মহড়া দেয় ২৩ থেকে ২৫ মার্চ। টানা তিন দিন সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মোট ছয় ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন করে তারা। এই অনুশীলন তাদের দৃষ্টিনন্দন পারফরমেন্স ও বিজয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

কোয়ান্টারা গড়ে উঠছে অলরাউন্ডার হয়ে

খেলাধুলায় ধারাবাহিক সাফল্য অর্জন করছে কোয়ান্টারা। কয়েক বছর ধরে জিমন্যাস্টিকস, অ্যাথলেটিক্স, আর্চারি, হ্যান্ডবলে জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। পড়ালেখাতেও তারা পারদর্শী হয়ে গড়ে উঠছে। ২০১৫ সালে কোয়ান্টাম কসমো কলেজের নয় জন শিক্ষার্থীর মধ্যে নয় জনই এবং ২০১৬ সালে ১০ জনের মধ্যে সাত জনই দেশের শীর্ষস্থানীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মেধাতালিকায় ভর্তির যোগ্যতা অর্জন করে।



কুচকাওয়াজে প্রথম স্থান, বাদক দল এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাওয়া ট্রফেট।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে পরিচ্ছন্নতা করসেবা



বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে পরিচ্ছন্নতা করসেবায় মগ্ন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের নিবেদিতপ্রাণ কোয়ান্টিয়ারবন্দ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ঢাকা জেলা প্রশাসনের আমন্ত্রণে ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা করসেবা আয়োজনের সুযোগ লাভ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী আমাদের বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি এ কার্যক্রম উৎসর্গ করে ফাউন্ডেশন।

ফাউন্ডেশনের সেন্টার শাখা সেল ও প্রি-সেলগুলো থেকে আগত সাড়ে পাঁচ শত কোয়ান্টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবক) স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন বিশেষ এই করসেবায়। এদিন সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে করসেবার উদ্বোধন হয়। দুস্থ বর্ধিতের সেবায় মাটির ব্যাংকে দান করার মধ্য দিয়ে পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু করেন কোয়ান্টিয়াররা।

সাত জন বীরশ্রেষ্ঠের নামে গঠিত সাতটি দলে

কোয়ান্টিয়ারদের ভাগ করা হয়। করসেবায় স্টেডিয়ামের ১৭টি সাধারণ গ্যালারি, দুটি ভিআইপি গ্যালারি, একটি ভিভিআইপি গ্যালারি, একটি আইসিসি গ্যালারি, একটি প্রেস গ্যালারি এবং গ্যালারির সামনের অংশ থেকে শুরু করে মাঠের অ্যাথলেটিক্স টার্ফ পর্যন্ত পুরো স্টেডিয়াম পরিষ্কার করা হয়।

এ-ছাড়া কোয়ান্টিয়াররা স্টেডিয়ামের ৬৬টি টয়লেট এবং ১৭০টি প্রস্রাবখানা পরিষ্কার করে তাতে জীবাণুনাশক ওষুধ ছিটিয়ে দেন। বিকেলে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শেষে সবাই দাঁড়িয়ে প্রার্থনার মেডিটেশনে অংশ নেন।

বিকলে পরিচ্ছন্ন স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন ঢাকা জেলার মাননীয় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ। ব্যতিক্রমী ও নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবী কাজের জন্যে তিনি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

আমি বিস্মিত! এটি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কোর্স

ড. শামীমা তাসনীম

কোর্সে আসার আগে কোয়ান্টাম সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানতাম না। কিন্তু কোর্সে এসে আমি বিস্মিত! এই চারটি দিন কোর্সে অংশগ্রহণকারী আমরা সবাই প্রাণ খুলে হেসেছি। এখানে এসে বুঝতে পারলাম মেডিটেশনের শক্তিটা কত বেশি!



একজন শিক্ষক হিসেবে কখনো কখনো আমার মনে হয়, ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা যা শেখাই তা তাদের জীবিকার জন্যে শেখাই। কিন্তু কোয়ান্টাম যে শিক্ষা দেয়, তা হলো জীবনের জন্যে শিক্ষা।

আমি এখানে এসে আমার জীবনের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছি। সেইসাথে জেনেছি-গ্রহীতা নয়, জীবনে দাতা হওয়ার গুরুত্ব অনেক বেশি। অর্থ দানের পাশাপাশি অন্যের প্রতি ভালো ব্যবহার ও সহযোগিতা-সবই হতে পারে সাদাকা বা দান।

আর সবচেয়ে বড় কথা, আমি একটি বিশাল পরিবার পেয়েছি, যে পরিবারের মানুষগুলো সুখে-দুঃখে আমার পাশে থাকবে। আমি মনে করি, এই কোর্স আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কোর্স। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

[সহযোগী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ৪২২ ব্যাচ, সিলেট]

এসিডিটি ও নেতিচিন্তা থেকে এখন আমি মুক্ত

বিবেক বিশ্বাস



পাঁচ বছর ধরে আমার প্রচণ্ড এসিডিটির সমস্যা ছিল। একসময় তা আলসারে রূপ নেয়। পকেটে সবসময় ওষুধ রাখতে হতো। এখানেও যেদিন প্রথম এলাম, আমার পকেটে এসিডিটির একপাতা ওষুধ ছিল।

আমি বিস্মিত যে, কোর্সের চার দিনে আমাকে কোনো ওষুধ খেতে হয় নি। এখানে এসে আমি উপলব্ধি করছি, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও মেডিটেশন চর্চা এসব মনোদৈহিক রোগ সহজেই নিরাময় করে। এখন আমার সুস্থতার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে।

এ-ছাড়াও আগে আমার মধ্যে কিছু নেতিবাচক চিন্তা ছিল। যে-কোনো পরিস্থিতিতে বিপদের কল্পনা বা ভয় বেশি কাজ করত। কিন্তু কোর্সে এসে জানলাম ভালো থাকতে হলে আমাদেরকে ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে। এখন এসব অহেতুক দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা আমার মধ্যে আর নেই।

[প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, যশোর সরকারি সিটি কলেজ। ৪২৪ ব্যাচ, যশোর]

নামাজে আমার মনোযোগ বেড়েছে

এড. গাজী এনামুল হক



১৯৯১ সালে এক দুর্ঘটনায় আমি ডান পায়ে প্রচণ্ড আঘাত পাই এবং পায়ের লিগামেন্ট ছিঁড়ে যায়। তারপর থেকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারতাম না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি ১০০ মি.

দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছিলাম।

কিন্তু কোর্সের প্রথমদিন মেডিটেশন করে আমি রুকু-সেজদা দিয়ে এশার নামাজ পড়েছি। এরপর থেকে প্রতি ওয়াক্ত নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে পারছি। আল্লাহর রহমতে নামাজে আমার মনোযোগও আগের চেয়ে বেড়েছে।

মনকে একাত্ম করে নামাজ পড়লে যে এত শান্তি পাওয়া যায়, তা আগে কখনো অনুভব করি নি। এখন মনে হচ্ছে, এতদিন আমার দেহটাই শুধু নামাজ পড়েছে, মনটা পড়ে নি।

এ কোর্সে এসে অনুভব করলাম মানুষের মনের শক্তি কত বেশি হতে পারে! সেইসাথে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করার গুরুত্ব অনুভব করলাম নতুনভাবে।

[আইনজীবী। ৪২৪ ব্যাচ, যশোর]

ডাক্তারের পরামর্শে এই কোর্সে এসেছি

বিলকিস বেগম



২০১৪ সালে আমার ছেলে মারা যায়। এ ঘটনায় আমি মানসিকভাবে খুবই ভেঙে পড়ি। সবসময় আমার মধ্যে বিষণ্ণতা কাজ করত। আর তখন থেকেই শুরু হয় আমার ঘুমের সমস্যা ও মাথাব্যথা।

শারীরিক এই সমস্যাগুলো নিয়ে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হলাম। তার চিকিৎসায় আমার মাথাব্যথা কমেছে কিন্তু ঘুমের সমস্যা দূর হয় নি।

পরবর্তীতে সেই ডাক্তারই আমাকে কোয়ান্টামের এই কোর্সটি করতে পরামর্শ দিলেন। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ চার দিন কোর্স করে আমার খুব ভালো ঘুম হচ্ছে।

এ-ছাড়াও আমার কোমরে খুব ব্যথা হতো। ১২ বছর আগে সন্তানের জন্মের সময় আমার সিজারিয়ান করাতে হয়েছিল। তখন থেকেই এই ব্যথাটা শুরু হয়। বেশিক্ষণ বসে কাজ করতে পারতাম না। দাঁড়িয়ে নামাজও পড়তে পারতাম না। কিন্তু মেডিটেশন করে এখন কোমরের ব্যথাটাও আর নেই। স্বাভাবিকভাবে সব কাজ করতে পারছি।

[গৃহিণী। ৪২২ ব্যাচ, সিলেট]

প্রাণখুলে হাসতে শিখেছি

জেরিন সুলতানা



ছোটবেলা থেকে আমার প্রচণ্ড সাইনাসের সমস্যা ছিল। এসি রুম্মে থাকতে পারতাম না। কখনো কখনো দিনে শ খানেক হাঁচি পড়ত। শীত-গ্রীষ্ম সবসময়ই গরম পানি দিয়ে গোসল করতে হতো।

স্বাস্থ্য পরিবর্তনের সময় খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম। এটা একটা চক্রের মতো ছিল-প্রথমে সমস্যা শুরু হতো নাকে, তারপর জিহ্বায় ও দাঁতের গোড়ায় ঘা হয়ে যেত। চোখ চুলকাত, চোখ দিয়ে পানি পড়ত। খাবারে অরুচি হতো, জ্বর হতো আর সারা শরীরে গিটে গিটে ব্যথা। আর আমার খিটখিটে মেজাজের কারণে কাছে মানুষেরা প্রতিনিয়ত কষ্ট পেত।

২০১৩ সালে ক্যাসারে আক্রান্ত হয়ে আমার মা মারা যাওয়ার পর থেকেই আমার এসব সমস্যা শুরু হয়। সবসময় বিষণ্ণতায় ভুগতাম।

এরকম নানাদরনের অসুস্থতা নিয়ে পরিচিত একজনের উৎসাহে আমি কোর্সে অংশ নিই। এই চার দিন আমি এসি রুম্মে বসে ক্লাস করেছি। অথচ আমার কোনো অসুবিধা হয় নি। আমি এখন স্বাভাবিক ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে পারছি। আমি খুবই সুস্থ বোধ করছি। সবচেয়ে বড় কথা, এখানে এসে আমি প্রাণখুলে হাসতে শিখেছি। এখন মনে হচ্ছে, আমার জীবনে আর কোনো বাধা নেই।

[শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪২৫ ব্যাচ, খুলনা]

ডায়াবেটিস এখন নিয়ন্ত্রণে

মো. মহসীন



কোর্সে আসার আগে আমি আমার তিন ছেলেমেয়ের লেখাপড়া ও ভবিষ্যত নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলাম। এ-ছাড়া আমি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এবং ১০ বছর ধরে কোমরে বেশ ব্যথা অনুভব করতাম। এই

ব্যথার কারণে ব্যবসায় ঠিকমতো মনোযোগ দিতে পারতাম না।

বন্ধুর অনুপ্রেরণায় আমি একদিন কোয়ান্টামের লালবাগ শাখায় সাদাকায়নে অংশ নিই। মেডিটেশন করে আমার বেশ ভালো লাগল। তারপর নিয়মিত সাদাকায়ন ও আলোকায়নে অংশ নিতে শুরু করলাম। মেডিটেশন চর্চা করে ডায়াবেটিসও কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলো। একসময় অনুভব করলাম, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটা আমার করা প্রয়োজন।

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে আমার ভালোলাগাটা আরো বেড়ে গেছে। কোর্সের চতুর্থ দিনে ডায়াবেটিস মেপে দেখলাম, তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আছে। সেইসাথে কোমরের অসহ্য ব্যথাটা এখন আর অনুভব করছি না।

[ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ৪২৩ ব্যাচ, ঢাকা]

মেডিটেশন জীবন থেকে হতাশা দূর করে

ডা. শ্যামজয় দাস



চার দিনের এ কোর্সে এসে উপলব্ধি করেছি, আত্মশক্তি জাগ্রত করার জন্যে মেডিটেশন চর্চা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আরো জেনেছি, জীবনে চলার পথে উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে

আমাদের মনের শক্তি। আমরা যদি আত্মবিশ্বাসী হই এবং মনের শক্তিকে উপলব্ধি করি, তাহলে আমরা অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারব।

আমি অটিজম বা নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিসঅর্ডার শিশুদের নিয়ে ২০০৯ সাল থেকে কাজ করছি। প্রায়শই দেখি, অটিস্টিক শিশুদের মা-বাবারা খুব হতাশায় ভোগেন! কারণ সন্তানকে দেশে-বিদেশে অনেক চিকিৎসা করিয়েও সেভাবে কোনো সুফল পাওয়া যায় না।

আমি মনে করি, এ শিশুদের মা-বাবারা কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে উপকৃত হবেন। কারণ মেডিটেশন জীবন থেকে হতাশা দূর করে।

[কনসালটেন্ট, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ৪২২ ব্যাচ, সিলেট]

কোর্সের শিক্ষা আমার পরিবারে শান্তি এনেছে

অর্ণনা সাহা



কোর্সে এসে গুরুজীর আলোচনা শুনে বুঝতে পারছি, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাগ কতটা ক্ষতিকর! এখন আমি জানি, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন—কথাটি সত্য। এ-ছাড়াও টিভি

সিরিয়াল দেখার

আসক্তি ছিল আমার। কখনো কখনো রাত ১২টা পর্যন্ত টিভি সিরিয়াল দেখতাম। এগুলো না দেখলে আমার ভালো লাগত না। কোনো পর্ব মিস হলে অস্থির হয়ে যেতাম।

কিন্তু গুরুজীর আলোচনা থেকে আমি এসব দেখার ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জেনেছি। উপলব্ধি করেছি, সত্যিই এসব সিরিয়ালের কারণে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়। তাই কোর্স থেকে বাসায় গিয়ে প্রথমদিনই টিভি সিরিয়াল দেখা বন্ধ করলাম।

এ-ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অহেতুক টেনশন হতো আমার। মেডিটেশন করে এসব নেতিবাচক চিন্তাগুলো থেকে আমি এখন মুক্ত। এই কোর্স আমার পরিবারে শান্তি এনে দিয়েছে।

কখনো কখনো আমি বেশ একাকীভূত ভুগতাম। মনে হতো আমার পাশে কেউ নেই। কিন্তু কোর্সে এসে নিজেকে আর একা মনে হচ্ছে না।

[গৃহিণী। ৪২৩ ব্যাচ, ঢাকা]



সম্পর্কে জানতে পারলাম।

আমি বাড়ির প্রাচীর দেয়ার জন্যে ৪০ হাজার টাকা রেখেছিলাম। কিন্তু আমার মনে হলো বাড়ির মানুষগুলোর মনে যদি শান্তি না থাকে, তাহলে বাড়ি যতই সুন্দর হোক তা অর্থহীন। তাই সেই টাকায় ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কোর্সে ভর্তি হলাম।

কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে সন্তান লালনপালনের সঠিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমি সচেতন হয়েছি। ১০ বছর ধরে আমার ডায়াবেটিস এবং প্রতিদিন দুই বেলা ওষুধ খেতে হতো। মেডিটেশন করে আমার ডায়াবেটিস এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এখন আর কোনো ওষুধ খেতে হচ্ছে না।

[সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর। ৪২৫ ব্যাচ, খুলনা]

আলোকিত জীবনের সন্ধান পেয়েছি

জি. এম. আজমুল গফুর



সম্প্রতি লাইটিং সের কারণে আমার ডান হাতে প্রচণ্ড ব্যথা হতো। ফিজিওথেরাপি নিয়ে ব্যথা কিছুটা কমেছে কিন্তু পুরোপুরি যায় নি। ডাক্তার আমাকে এক কেজি ওজনের কোনো কিছুও বহন করতে নিষেধ

করেছেন। কিন্তু কোর্সের তৃতীয় দিন নিরাময়ের মেডিটেশনের পর আমার হাতে কোনো ব্যথা নেই। আমি সুস্থতার বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।

এখানে এসে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক চিন্তার গুরুত্ব অনুভব করছি। আমার স্ত্রীর ধারণা আমি কোর্সে এলে হয়তো কিছুটা হলেও রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। চার দিন পরে আমার মনে হচ্ছে—হয়তো নয়, আমি সত্যিই রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। কোয়ান্টাম আমাকে আলোকিত জীবনের সন্ধান দিয়েছে।

[ব্যবসায়ী। ৪২৫ ব্যাচ, খুলনা]

জেনেছি সন্তান লালনের সঠিক প্রক্রিয়া

মো: সেলিম

সরকারি চাকরির সুবাদে আমাকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকতে হয়েছে। আবার আমার স্ত্রীও চাকরিজীবী হওয়ায় সন্তানদের আমরা দুজনই খুব একটা বেশি সময় দিতে পারি নি।

ব্যস্ততার কারণে সন্তানদের সাথে আমাদের দূরত্বটাও বেড়ে যাচ্ছিল। ছোটবেলায় তারা পড়ালেখায় বেশ ভালো করলেও সম্প্রতি রেজাল্ট ঠিক আশানুরূপ হচ্ছিল না। মা-বাবা হিসেবে আমরা কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। এরপর আমার এক ছাত্রের মাধ্যমে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের উপকারিতা

নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম

নাজমুন নাহার

আমার শাশুড়ির সাথে ঢাকায় গত ব্যাচের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে এসেছিলাম। সেখানে সবার সাফল্যের অনুভূতি শুনে আমার মনে হয়েছে, এ কোর্সটি আমার করা প্রয়োজন। পরে শাশুড়ির উদ্যোগেই আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি।

এখানে গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি আমাকে নতুন করে আবিষ্কার করেছি। আগে নিজেকে নিয়ে বড় কোনো স্বপ্ন আমার ছিল না। চারপাশের নানা ধরনের নেতিবাচক কথায় হীনমন্যতায় ভুগতাম। কিন্তু কোর্সে এসে উপলব্ধি করলাম, প্রতিটি মানুষই অত্যন্ত মূল্যবান!

জানতে পারলাম, মানুষের প্রতিটি ভালো কাজ ইবাদতের সমান। এখন আমি দৈনন্দিন প্রতিটি কাজ আনন্দের সাথে করতে পারছি।

[গৃহিণী। ৪২৩ ব্যাচ, ঢাকা]



পেয়েছি সফল হওয়ার সহজ সূত্র

মিজানুর রহমান

চার দিনের এ কোর্স করে আমার মনে হয়েছে, মেডিটেশন হচ্ছে একটি সমুদ্র। মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি বলেছেন, 'আমি আজ বুদ্ধিমান, তাই আমি নিজেকে বদলাতে পেরেছি। গতকাল আমি বোকা ছিলাম, কারণ আমি পৃথিবীকে বদলাতে চেয়েছি।' মানুষের মধ্যে নিজেকে বদলাতে পারার দৃঢ় প্রত্যয় তৈরির এই কাজই করছে কোয়ান্টাম।

আমি আল কোরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্স পড়ছি। পড়াগুলো কখনো কখনো বেশ কঠিন মনে হয় এবং বুঝতেও অনেক সময় লেগে যায়। কিন্তু কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত আল কোরআন বাংলা মর্মবানী যখন আমার হাতে এলো, দেখলাম এটা খুব সহজভাবে লেখা। পরীক্ষায় কোরআন সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরগুলো লেখার ক্ষেত্রে মর্মবানী আমার জন্যে অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে।

কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞেস করে, কোয়ান্টামে কী পেয়েছেন? আমি বলব, জ্ঞানের একটি শহর পেয়েছি। আমি কোরআনের বাণী ও কোয়ান্টামের বাণী চারদিকে ছড়িয়ে দিতে চাই।

[শিক্ষার্থী, ফাজিল (২য় বর্ষ), সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা। ৪২২ ব্যাচ, সিলেট]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন » ? » উত্তর দিচ্ছেন গুরাজী

প্রশ্ন : স্রষ্টায় সমর্পিত হওয়ার অর্থ আমি যা বুঝি তা হলো, আমার যা-কিছু প্রয়োজন তা স্রষ্টাই দেখবেন। তাহলে দৈনন্দিন জীবনে যত চাওয়া বা প্রয়োজন আছে, সে ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত? এ-ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী? আবার আমরা যদি স্রষ্টার প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল হয়ে ধৈর্য ধরি, সে-ক্ষেত্রে অন্যের কাছে দোয়া চাওয়া কি স্রষ্টাকে অবমাননা করা হবে?

উত্তর : স্রষ্টার ওপর আস্থাশীল হওয়ার অর্থ আমাদের কাছে খুব পরিষ্কার থাকা উচিত। মসনবী-এর এক জায়গায় মওলানা জালালউদ্দিন রুমি বলেছেন, মালিক তার গোলামের হাতে যখন বেলচা তুলে দেয়, তখন আর কিছু কি বলার প্রয়োজন আছে? বেলচা মানে যা দিয়ে মাটি বা বালু তোলা হয়। অর্থাৎ কর্মচারীর হাতে এই বেলচা তুলে দেয়াটাই বুঝিয়ে দেয় যে, তোমাকে কাজ করতে হবে। জালালউদ্দিন রুমির এ কবিতার পরের লাইন হলো, মানুষের হাত তো বেলচার মতোই। মানুষকে দুটো হাত দিয়ে দেয়ার পরও কি মালিককে বলে দিতে হবে যে, হাতটাকে কাজে লাগাতে হবে?

আসলে স্রষ্টায় সমর্পিত হওয়া মানে হচ্ছে স্রষ্টা যে কাজগুলো পছন্দ করেন সে কাজগুলো করা। যে কাজগুলো অপছন্দ করেন, তা থেকে বিরত থাকা। যেমন, একজন সৈনিক যখন শপথ করে, এর অর্থ হলো দেশরক্ষার জন্যে সে প্রয়োজনে জীবন দেবে। এখন যদি সে বলে, আমি তো জীবন দেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি, কাজ করার প্রতিজ্ঞা তো করি নি, প্যারেড-পিটি করার তো প্রতিজ্ঞা করি নি-তা তো হবে না। কারণ দেশের জন্যে জীবন দেয়ার যে প্রতিজ্ঞা, তার প্রস্তুতির জন্যে তাকে প্রয়োজনীয় সবকিছুই করতে হবে। স্রষ্টায় সমর্পিত হওয়াটাও একইরকম।

স্রষ্টা যা পছন্দ করেন, সেভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট থাকা ও তাঁর অপছন্দনীয় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টাই হচ্ছে সর্বোত্তম জেহাদ। আমরা বলতে পারি, মহান স্রষ্টা ও শাস্ত্র ধর্মের নির্দেশ অনুসারে নিজের ভেতরের কুপ্রবৃত্তি ও অন্যায় চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জেহাদ। যেমন, মহাত্মা গান্ধী ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় বলেছেন, গীতা-য় উল্লিখিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা আসলে ন্যায় এবং অন্যায়ের দ্বন্দ্ব। আমাদের ভেতরে দুটো সত্তা রয়েছে। এই দুই শক্তির মধ্যকার যে যুদ্ধ, এরই রূপক উপস্থাপনা হচ্ছে কুরুক্ষেত্র।

আল্লাহর প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল থাকা মানে, আমি কাজ করার মালিক আর ফলাফলের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। অর্থাৎ সবসময় ইতিবাচক কর্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। প্রো-একটিভ মানে শুধু ইতিবাচক নয়, একইসাথে ইতিবাচক এবং কর্মমুখী হতে হবে। তাহলেই আপনি জয়ী হবেন। আপনার জীবনে সার্থকতা আসবে।

আর দোয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের মূল শিক্ষাই হচ্ছে শুকরিয়া ও দোয়া। আল্লাহ প্রার্থনা করতে বলেছেন। যখন আপনি কারো কাছে দোয়া চাইবেন বা আপনার কাছে কেউ দোয়া চাইবে, দোয়া করাটা তখন ওয়াজিব হয়ে যায়। রসুলুল্লাহর (স) কাছে যে-ই দোয়া চাইত তিনি দোয়া করতেন।

দোয়া চাওয়াটা হচ্ছে আন্তরিক বিনয়। আল্লাহ বিনয়ীকে পছন্দ করেন। যখন আপনি দোয়া চাইছেন,

তখন অহংকার দূর হয়ে আপনার মধ্যে বিনয় চলে আসে। আত্মবিশ্বাস ও অহংকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন সমর্পিত ও ধ্যানী সবসময় আত্মবিশ্বাসী কিন্তু বিনয়ী।

আর যে স্রষ্টায় সমর্পিত নয়, তার আত্মবিশ্বাস একসময় অহংকারে রূপ নেয়। সে তখন মনে করে সে নিজেই সব করছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, অহংকার হলো আমার চাদর। এটা নিয়ে তোমরা টানাটানি করো না।

অতএব তাঁর প্রতি আস্থাশীল থেকেও আপনি পরিচিতদের কাছে দোয়া চাইতে পারেন। এ-ক্ষেত্রে স্রষ্টাকে অবমাননা করা হবে না, বরং আপনার মধ্যে বিনয় ও শোকরগোজার সৃষ্টি হবে।

প্রশ্ন : আমি সবসময় স্বপ্ন দেখি, আমাদের দেশ একদিন অনেক এগিয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আমার কিছু বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে সেবামূলক কাজ শুরু করেছি। কিন্তু অনেকে বিভিন্ণভাবে টিটকারি দিচ্ছে। মাঝে মাঝে আমার খুব রাগ হয়। যদিও আমি মনে মনে বলি, 'আমি রাগব না, আমি হারব না। আমি জিতবই।' আমার করণীয় কী?

উত্তর : আমি হারব না, আমি জিতবই-এই প্রত্যয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটাই আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মানুষের কল্যাণে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। সাহস যোগাবে। আর কেউ টিটকারি করলে বুঝবেন, আপনি সত্যিই ভালো কাজ করছেন।

কারণ যুগে যুগে অধিকাংশ মানুষই নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ বিশেষত আর্থিক স্বার্থের বাইরে আর কিছু চিন্তা করতে পারে না। এদের কথা হলো-খাচ্ছিদাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, আড্ডা দিচ্ছি, এই তো জীবন। আর কী! চারপাশে কার কী হলো কীভাবে হলো, তা নিয়ে অত চিন্তাভাবনার কী আছে?

আরেকটি বিষয় হলো, আপনি ভালো কাজ করছেন, আপনাকে দেখে বিদ্রোহকারীরা অন্তত এটুকু বুঝতে পারছে যে, তারা নিজেরা তা করছে না। তাই তাদের ভেতরের অশান্তি, অতৃপ্তির প্রকাশ ঘটছে আপনাকে বিদ্রোহ করে। এই সহজ বিষয়টা বুঝলে আপনার কষ্ট অনেকটাই কমে যাবে।

আর আপনি যদি ওদের বলেন-আয়, আজ আড্ডা দেই, তাদের চা খাওয়াই-তখন দেখবেন কেউ আর বিদ্রোহ করবে না। যেন এই আড্ডা আর খাওয়াদাওয়া কত পবিত্র কাজ! কিন্তু যখনই বলবেন, এসো কিছু ভালো কাজ করি, তখন অধিকাংশই বিরোধিতা করবে। এটা ই যুগে যুগে হয়ে আসছে।

শুধু একটা কথা মনে রাখবেন-কখনোই রাগ করবেন না। উপহাসের জবাবও দেবেন না। শুধু হাসবেন। তবে সবচেয়ে ভালো জবাব হলো, এসব কথা কে উপেক্ষা করা। তাহলে ধীরে ধীরে ওরা উদ্যম হারিয়ে ফেলবে।

কারণ এরা তো চায় আপনাকে উত্তেজিত করতে। তাই আপনি উত্তেজিত হলেই ওরা উৎসাহী হয়ে উঠবে যে, হাঁ, ঠিক জায়গামতো ঘা দিয়েছি। অতএব সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন এবং নীরবে আপনার কাজ করে যাবেন।

আর আসল কথা হলো, তারা যখন একসময় দেখবে আপনার জীবনে তৃপ্তি, সম্মান ও মানুষের ভালবাসা বাড়ছে তখন হাসি-তামাশা এমনিতেই বন্ধ

হয়ে যাবে। তখন একজন দুজন করে আপনাকে অনুসরণও করতে শুরু করবে।

অতএব আপনি আপনার কাজে লেগে থাকুন। যা সত্য, আপনি সবসময় সেটাই বিশ্বাস করবেন। কে কী বলল না বলল, তাতে কখনো কান দেবেন না। যদি সত্যের পথে থাকতে পারেন, তাহলে আজ কাল বা পরশু-বিজয় আপনার।

প্রশ্ন : আমার স্বামীর সাথে আমি পৃথক হই গত ডিসেম্বর মাসে। এখন সে আমার নামে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। মানুষ তার কথা বিশ্বাস করছে। আমি চুপ থাকছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

উত্তর : যত বদনাম করুক আর অপবাদ দিক, আপনি চুপ থাকবেন। কিছু বলার দরকার নেই। কারণ আপনি যত বলতে যাবেন, অপবাদটা আরো ছড়াবে। মানুষ এমনিতেই এসব ভুলে যাবে কদিন পরে কিন্তু আপনি প্রতিবাদ করতে গেলেই অপবাদটা আরো পানি পাবে। তাই আপনি উপেক্ষা করুন।

আর অপপ্রচারের একটা মজা আছে। মানুষের স্মৃতি খুব দুর্বল। সে বেশিদিন কিছু মনে রাখে না, তাই অধিকাংশ সময়ই দেখা যায় 'অপ'টা কয়েকদিন পরে হারিয়ে যায়, থাকে শুধু প্রচার।

অতএব আপনার বিরুদ্ধে যে যত কথা বলছে, বলতে দিন। আপনি যত উপেক্ষা করবেন, চুপ থাকবেন ও ধৈর্য ধরবেন, অপপ্রচার তত ঝুলে যাবে। সবসময় মনে রাখবেন, একহাতে তালি বাজে না। আপনি হাতটা বাড়িয়ে না দেয়া পর্যন্ত অপপ্রচারের কোনো প্রভাব নেই।

সাধারণ মানুষ প্রথম ভুল করে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে, প্রতিবাদ করতে গিয়ে। এটা করেই সে অপপ্রচারের গতিটা আরো বাড়িয়ে দেয় এবং নিজের ক্ষতি করে।

কোয়ান্টামে আমরা ২৫ বছর ধরে এ ধরনের কোনো কথার জবাব দেই নি। শুধু নীরবে মানুষের কল্যাণে নিজেদের কাজ করে গেছি। সবসময় মনে রাখবেন, যার অন্তরে কলঙ্ক নেই, পাপ নেই, কলঙ্ক কখনো তাকে স্পর্শ করে না। এই কথাটি মহামতি বুদ্ধ ২৬ শ বছর আগে বলে গেছেন। এর চেয়ে বড় সত্য কিছু নেই।

নবী-রসুল-অলি-বুজুর্গ-ঋষি ও মহামানবদের জীবন দেখুন। তারা কখনো এসবে বিচলিত হন নি, এসব নিয়ে মাথা ঘামান নি। তারা তাদের কাজ করে গেছেন। কারণ সত্য সবসময় সত্য। সত্যকে বেশিক্ষণ মিথ্যা দিয়ে চাপা দেয়া যায় না। আপনি যত চুপ থাকবেন, মিথ্যা তত তার শক্তি হারাতে।

এ মাসের অটোসাজেশন

লক্ষ্য সম্পর্কে আমার ধারণা
স্পষ্ট, লক্ষ্যে রয়েছে অবিচল
বিশ্বাস। নিরলস পরিশ্রমই হবে
আমার অর্জনের ভিত্তি।

দেশব্যাপী জনপ্রিয় হচ্ছে কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম



২৯ ও ৩০ মার্চ পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার রংপুরে কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনব্যাপী এ কার্যক্রমে অংশ নেন ১,১৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী কনস্টেবল (মহিলা)। প্রশিক্ষণের পুরোটা সময়ই দারুণভাবে উপভোগ করেন অংশগ্রহণকারীরা। তারা এ আয়োজনকে তাদের জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা হিসেবে অভিহিত করেন।

সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম

২০১৪ সালে ১৭৫টি দেশের সম্মতিতে ২১ জুনকে বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে জাতিসংঘ। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৫ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষণ শুরু হয়। ২০১৬ সালে ঢাকার বিসিএস একাডেমিতে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত হয়। এ পর্যন্ত সেখানে অক্টোবর ২০১৬ ও জানুয়ারি ২০১৭-এ দুটি ব্যাচে ২২৩ জন বিসিএস ক্যাডার অংশ নেন। ডিসেম্বর ২০১৬-তে সাতারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ৩২৮ জন বিসিএস ক্যাডারদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় দুদিনব্যাপী কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম কার্যক্রম। এর পাশাপাশি তাদের প্রশিক্ষণকালীন দৈনন্দিন ব্যায়াম-সূচিতেও রাখা হয়েছে যোগব্যায়ামের সেশন।

এ-ছাড়াও এ বছরের জানুয়ারি ও মার্চে নির্বাচন কমিশনের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে কোয়ান্টাম যোগব্যায়ামের দুটি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি ব্যাচে মোট ১৬৪ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।



নির্বাচন কমিশনের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম যোগব্যায়াম কার্যক্রমের দুটি ব্যাচে অংশ নেন মোট ১৬৪ জন কর্মকর্তা

সফটওয়্যার ডেভেলপার আবশ্যিক

কোয়ান্টাম আইসিটি-তে কিছু সংখ্যক সফটওয়্যার ডেভেলপার প্রয়োজন। আগ্রহীদেরকে গ্রাজুয়েট হতে হবে (যে-কোনো বিষয়ে)। তবে কোডিং-এ যারা দক্ষ, তাদের ক্ষেত্রে একাডেমিক যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

সিডি পাঠানোর ঠিকানা :

hro@quantummethord.org.bd

যোগাযোগ : ০১৮৪৮-৩৬৬০৫

আইসিটি কার্যক্রম, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

বাড়ি - ২৩, রোড - ১, ব্লক - এ
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

প্রধান শিক্ষক আবশ্যিক

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরিচালিত রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ স্কুলের জন্যে প্রধান শিক্ষক আবশ্যিক। প্রার্থীদের ন্যূনতম অনার্স পাস, বি. এড এবং পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে। আগ্রহীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন।

সিডি পাঠানোর ঠিকানা :

jatrabari@quantummethord.org.bd

যোগাযোগ : ০১৭৮৩-৫৯৮৫৫৮

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

১৩৩/৩ পশ্চিম যাত্রাবাড়ী, দয়গঞ্জ মোড়
(মদিনা মেডিকেলের পূর্ব পাশে), ঢাকা-১২০৪

আখেরি দোয়ায় অংশ নিন

পবিত্র রমজানে গুরুত্বপূর্ণ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় ফাউন্ডেশনের সবচেয়ে বরকতময় অনুষ্ঠান আখেরি দোয়া। কোয়ান্টামনে খতমে কোরআন ও আখেরি দোয়ায় অংশ নিন।

২-৮ জুন : কোয়ান্টামনে খতমে কোরআন

৯ জুন : কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট আখেরি দোয়া

১৬ জুন : প্রো-মাস্টার আখেরি দোয়া

স্থান : আইডিবি, কাকরাইল, ঢাকা

১০ জুন : গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার আখেরি দোয়া

স্থান : পুলিশ কনভেনশন হল, মিরপুর-১৪

১৭ জুন : গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার আখেরি দোয়া

স্থান : উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, উত্তরা

সময় : সকাল ৯টা - ইফতার পর্যন্ত

কোয়ান্টামমে জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব) আব্দুল মালিক

উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও বাংলাদেশে হৃদরোগ চিকিৎসার পথিকৃৎ জাতীয় অধ্যাপক ব্রিগে. (অব) ডা. আব্দুল মালিক ১৬-১৮ মার্চ সপরিবারে বান্দরবান লামাস্থ ধ্যানকেন্দ্র কোয়ান্টামম সফর করেন। তার সফরসঙ্গী হিসেবে আরো ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হৃদরোগ নিরাময়ে যে আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা প্রচলিত তার গোড়াপত্তন ঘটে ডা. মালিকের হাতেই। তিনি তার মেধা শ্রম যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সবটুকু ঢেলে জীবনভর মানুষকে উদ্ধৃত্ত করেছেন সুস্থ জীবনান্ধার অনুসরণে। জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ তারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল।



কোয়ান্টামের নবনির্মিত আবাসন আব্দুল মালিক হল-এর নামফলক উন্মোচন করছেন। সাথে তার সফরসঙ্গীবৃন্দ-সহধর্মিণী মিসেস আশরাফুন্নেসা খাতুন, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক অধ্যাপক সোহেল রেজা চৌধুরী ও অধ্যাপক তুহিন হক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আবু তালিব মুরাদ।

কোয়ান্টামের সান্নিধ্যে বরণ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী

১৬ মার্চ কোয়ান্টামমে পৌছানোর পর কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টামের স্বাগত জানানোর মধ্য দিয়ে শুরু হয় ডা. আব্দুল মালিকের সফর।

বিকলে তিনি জিমনেসিয়ামে জিমন্যাস্ট কোয়ান্টামের পরিবেশনা উপভোগ করেন। সন্ধ্যায় ধ্যানঘরে সমবেত কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, মানুষ চেষ্টা করলে অনেক কিছুই করতে পারে। শুধু সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হয়। সে লেগে থাকলে যা চাইবে তা-ই করতে পারবে। তবে এজন্যে আমাদের মানবিক গুণাবলি বিকশিত করতে হবে। প্রকৃতি ও প্রযুক্তির সমন্বয় করে যথাযথ শিক্ষা নিতে হবে আমাদের।

সফরের দ্বিতীয় দিন গ্রাউন্ড মাহতাবানে তাকে গার্ড অব অনার দেয় কোয়ান্টামের চৌকস একটি দল। এরপর তিনি তার নামে নামকরণকৃত কোয়ান্টামের নবনির্মিত হল উদ্বোধন করেন।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় জীবনীভিত্তিক তথ্যচিত্র প্রদর্শনী

১৭ মার্চ সন্ধ্যায় কোয়ান্টামম-এর সাংস্কৃতিক কেন্দ্রস্থল সৈয়দ হক মঞ্চে কোয়ান্টামের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। যার মূল আকর্ষণ ছিল



শিশুসদনের কন্যাশিশুদের সাথে হাস্যোজ্জ্বল ডা. আব্দুল মালিক

তার জীবনীভিত্তিক তথ্যচিত্র কোয়ান্টাম ও ব্রিগেডিয়ার ডা. আব্দুল মালিক। এতে উঠে আসে তার কর্মময় জীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ এবং কোয়ান্টামের সাথে তার দশককালব্যাপী সম্পৃক্ততার অনুপম চিত্র। তথ্যচিত্রের শেষ অংশে ছিল সেদিনের হল উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কিছু দৃশ্য; যা অভিভূত করে ডা. মালিক ও তার সফরসঙ্গীদের।

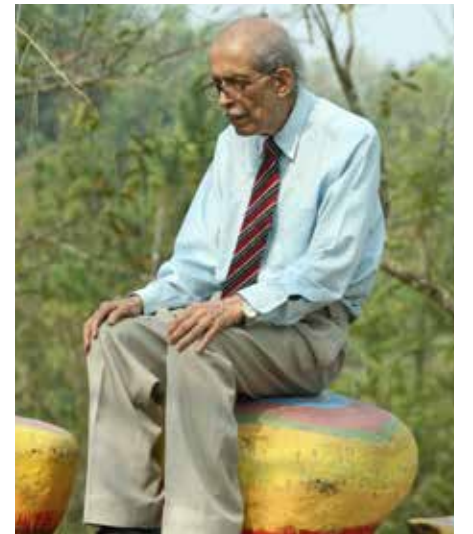
বিদায়বেলায় কোয়ান্টামের শুভকামনা

১৮ মার্চ দুপুরে কোয়ান্টামম সফর শেষে বিদায় নেন কিংবদন্তি এই চিকিৎসক। বিদায়বেলায় মন্তব্যখাতায় তিনি তুলে ধরেন তার ভালো লাগার অনুভূতি—

‘কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখে আমি অভিভূত ও অত্যন্ত আনন্দিত। এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও প্রাণপুরুষ শহীদ আল বোখারী, সত্যিই উনি গুরুজীর মতো কাজ করছেন। তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী।

মানুষের মঙ্গল এবং আলোকিত মানুষ হওয়ার জন্যে উনি ঢাকায় বিভিন্ন কার্যক্রম চালাচ্ছেন। ঢাকার বাইরে, বিশেষ করে লামাতে অবস্থিত এই যে বিদ্যানিকেতন গড়ে তুলেছেন, তার জন্যে তাকে অভিনন্দন জানাই।

আমি বিশ্বাস করি এবং দোয়া করি, এই প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক আলোকিত মানুষ গড়ে উঠবে। যারা বাংলাদেশ ও বিশ্বের মানুষের জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে।’



রহমগিরিতে ধ্যানমগ্ন



সৈয়দ হক মঞ্চের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় ক্ষুদ্রে কোয়ান্টামের সাথে

কোয়ান্টাম বুলেটিন : এপ্রিল ২০১৭ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা

Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd